ভোরের কাগজ

15 MAR

অভিমত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি জালিয়াতি ও সঙ্গত দুর্ভাবনা

সাইফুজ্জামান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের গৌরবের, অহংকারের পবিত্রতম স্থান। ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা, এগারো দফা, স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামসহ জাতীয় জীবনের গৌরবময় ঘটনাসমূহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্ররা জোটবদ্ধ হয়ে তেজোদীপ্ত ভূমিকা পালন করেছেন।

২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ জাতীয় দৈনিকের একটি খবর পড়ে চমকে গেলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের অনার্স ভর্তি পরীক্ষার জালিয়াতি সংক্রান্ত খবর। খবরের শিরোনাম— 'ঢাবি বাণিজ্য অনুষদের অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় ব্যাপক জালিয়াতি, ৮০০ শিক্ষার্থীর ফল স্থগিত, দশজনের ভর্তি বাতিল'।

বাণিজ্য অনুষদে অনার্স ভর্তি পরীক্ষায় সাড়ে ১৭ হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। খাতা দেখার সময় দেখা যায়, ৪০০ জোড়া মার্কশিটসহ অন্যান্য কাগজপত্র অভিন্ন। ৮০০ ছাত্রছাত্রীর ফল স্থগিত করতে হয়। লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয় ২২ জানুয়ারি। ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় প্রকৃত ঘটনা বেড়িয়ে আসে। পত্রিকা ডিন অফিসের সূত্র উল্লেখ করে লিখেছে, প্রথম দিকে স্থান রয়েছে এমন অনেক ছাত্রছাত্রী সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় উপস্থিত হয়নি। যারা অনুপস্থিত তাদের পরের রোল নম্বরধারী ছাত্ররা ভালো রেজাল্ট করেছে। পত্রিকাটি একজন ছাত্রের নাম উল্লেখ করে লিখেছে, ছাত্রটি ২৫ নম্বরের মধ্যে ২১ পায় ইংরেজিতে। সাক্ষাৎকারে একই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সে ৫ নম্বর পায়। সংবাদে আরো প্রকাশ করা হয়েছে, একই নম্বরপত্র দেখিয়ে ছবি পরিবর্তন করে একই নামের দুজন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়: একজন পাস করে অন্যজন ফেল করে। উত্তীর্ণ ছাত্রটি নাকি একই অনুষদে ভালো বিষয়ে পড়াশোনা করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো গৌরবজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে ''''' এসব ছাত্র কি ছাত্র নামের অভিধা জুড়ে দিয়ে জাতির জীবনে কলঙ্ক লেপন করেনি? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা ছাত্রদের প্রথম সারির শ্রেষ্ঠ কয়েকজন শিক্ষক হয়ে থাকেন। মেধাবীরা বিভিন্ন পেশায় জড়িয়ে তাদের সৃজনশীলতায় দেশকে ঋদ্ধ করেন।

সন্তান জন্মগ্রহণের পর অভিভাবককূল উদ্বিগ্ন। প্রাণপাত করা অর্থ সন্তানের পেছনে তারা ব্যয় করেন। সময়, মনোযোগ দুই-ই গুরুত্ব পায়। কোচিং, আলাদা আলাদা বিষয়ে টিউটর রাখা সারাক্ষণই সন্তানের পেছনে লেগে থাকা— সন্তান যেন ভালো স্কুলে পড়ার সুযোগ পায়, সে যেন প্রতিষ্ঠা পায়, নিদেনপক্ষে তার রুটি-রুজির ব্যবস্থা হোক— অভিভাবক এরকমই চান। সঙ্গদোষ, প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত সামাজিক পরিবেশ, দায়বদ্ধতার অভাব, অন্ধকারের মোহময় জগতের হাতছানি তাকে বিপথগামী করে। ষাটের দশকে এরকম ছিল না। সাধারণ একটা রেজাল্ট করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া যেতো। ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ ছিল। লাইব্রেরি ব্যবহার করতো সকলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন একটি লেখায় উল্লেখ করেছেন ছাত্ররা লাইব্রেরি ব্যবহার করে না। শিক্ষকদের যতোজনের লাইব্রেরি ব্যবহার করার কথা তারাও করছেন না। বিষয়টি উদ্বেগের। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার সিলেবাসে খুব বেশি পরিবর্তন হয় না। একটু মনোযোগ দিলেই ছাত্রছাত্রীরা পার পেয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়তে আসে তারা ভালো রেজাল্ট করেই আসে। শক্ত ভিত্তি থাকে প্রথম থেকেই। তারপরও অনেকে ঝরে যায়। পৌঁছতে পারে না গন্তব্যে। অধিকাংশ সফল হয়। যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসছে তারা যখন জালিয়াতিতে জড়িয়ে পড়ছে দুর্ভাবনা সেখানেই। কি অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা সময় পার করছি। গৌরবের বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার খবর হয়, শুনে উদ্বিগ্ন হই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন।

সংবাদপত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের একটি মন্তব্য চোখে পড়েছে। তিনি তার এ বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন, 'রাজনীতির কারণে ছাত্র-শিক্ষকের নৈকট্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। লেখাপড়ার জন্য নয়।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু নয় দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে আগের মতো সম্পর্ক নেই। বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বলেন, 'বেতন যা পাই সেভাবেই পড়াই।' বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষকদের মনোযোগ থাকে কেননা ওখান থেকে ভালো টাকা পাওয়া যায়। শিক্ষকেরা এনজিও তৈরি করেন। পরামর্শদাতা হন অনেক সংস্থার। এটা ভালো দিক নয়। শিক্ষকেরা চাকরিতে যোগ দেন তাদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল জেনেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার মতো সৌভাগ্য অল্প কজন নাগরিকের হয়ে থাকে এদেশে। সেই শিক্ষক রাজনীতি করেন। উচ্চ পদ লাভের আশায় বা কখনো কখনো বিশ্বাসের কারণে। বিবেক বিসর্জন দিয়ে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। আর দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সচেতন মানুষমাত্র রাজনীতিতে যুক্ত। এটা দোষের নয়। এটা তখনই দোষের হয় যখন শিক্ষক ব্যক্তি স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করেন। কখনো কখনো শিক্ষকের মনোতুষ্টির কারণে ছাত্র তার সত্তা বিকিয়ে দিয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষদের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক বিশেষ করে শিক্ষার পরিবেশ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এতোসব বলা।

বাণিজ্য অনুষদের ভর্তি জালিয়াতি আমরা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবেই দেখতে চাই। আমরা এও বিশ্বাস করি ভর্তি জালিয়াতি চক্র সাজা পাবে। নিরপরাধ কোনো ছাত্রের স্বাভাবিক লেখাপড়া বিঘ্নিত না হয় সেদিকে কর্তৃপক্ষ নজর দেবেন-এই আমাদের প্রত্যাশা।

বাণিজ্য অনুষদে মৌখিক পরীক্ষায় কিছু নম্বর বরাদ্দের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে বলে পত্রিকান্তরে জানা গেছে। শিক্ষাবিদ, পাঠ্যপুস্তক লেখক, সিলেবাস প্রণয়নকারী এবং শিক্ষকমণ্ডলী এমন এক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবেন যাতে তাবৎ অন্ধকার থেকে আমরা মুক্তি পাই। আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে রাজনীতির ঊর্ধ্বে আজ সবাইকে উঠতে হবে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভাগ্য বিপর্যয় ও বিপথগামিতা বন্ধ করা আজ সবচেয়ে জরুরি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের অনার্স ভর্তি পরীক্ষার ঘটনা আমাদের বিচলিত করলেও আশাহত করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলেও তার নিষ্পত্তি হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে আমরা যারা এখনো যাই গৌরববোধ করি। এ দেশের বাতিঘর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দক্ষিণ এশিয়ায় নেই। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড থেকে লেখাপড়া শেষ করে প্রশাসন, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কৃতিক্ষেত্রে অনন্য কৃতী পুরুষের অংশগ্রহণ অনিবার্য, তারা যেন সুনাগরিক ও সুশিক্ষিত হয়। তৃণমূল পর্যায় থেকে শিক্ষা সংস্কার শুরু করার সময় এখন সমাগত। প্রয়োজন সমন্বিত প্রয়াস। মনের অন্ধকার দূর করে চেতনার দরজা-জানালা খুলে যাক শিক্ষার্থীদের সামনে। দক্ষ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী হতে পারে আমাদের অহঙ্কার।

সাইফুজ্জামান : লেখক।

তৃণমূল পর্যায় থেকে শিক্ষা সংস্কার শুরু করার সময় এখন সমাগত। প্রয়োজন সমন্বিত প্রয়াস। মনের অন্ধকার দূর করে চেতনার দরজা-জানালা খুলে যাক শিক্ষার্থীদের সামনে। দক্ষ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী হতে পারে আমাদের অহঙ্কার।